এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা।

শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা

বাল্মিকী যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০০।

ভূমিকা।

আর্য্যবংশীয় মহিলাগণ! আপনাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইল। ইহা পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ সর্ব্বপ্রকারে সম্মানীত ও পূজিত হইতেন, এজন্য অদ্যাবধিও এই সংস্কার যে স্ত্রীলোক দেবীস্বরূপ—স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ ভগবতি। পূর্ব্বকালে অঙ্গনাগণের শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা হইত না—প্রকৃত অন্তর শিক্ষা হইত, এইকারণ তাঁহাদিগের ঈশ্বর জ্ঞান ও আত্মার অমরত্ব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান ছিল। তাঁহারা অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিতেন না ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করিতেন না। এক্ষণে স্ত্রী শিক্ষা বিষযক অনেক প্রণালী বিবেচিত হইতেছে কিন্তু আসল শিক্ষা ঈশ্বরকে আদর্শ না করিয়া হইতে পারে না। স্ত্রীলোক যে অবস্থাতেই থাকুন—বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা, সধবা কিম্বা বিধবা, সম্পদে কিম্বা বিপদে, আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইলে ঐহিক কিম্বা পারত্রিক মঙ্গল বা উন্নতি সাধন কখনই হইতে পারে না। এই সত্যের প্রতি মন নিবেশ করিবার জন্য, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিলাম। আমার প্রাণগত প্রার্থনা এই যে, আপনাদিগের চিত্ত যেন নিরন্তর ঈশ্বরেতে মগ্ন থাকে।

সূচীপত্র।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	১৫	তুমি দ্বারা	তুমি অসি দ্বারা
২৪	৬	বলিতেন।	বলিতেন
২৫	১২	বিদ্যতমা কালদাসের	বিদ্যোত্তমা কালীদাসের
৩২	১৫	অন্তরিন্দ্রিয়	অন্তরেন্দ্রিয়

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা।

আর্য্য রাজ্য।

আর্য্যেরা উত্তর পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে আসিয়া বাস করিলেন। বিন্ধ্যাচল ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেশ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া বিখ্যাত হইল। ক্রমশঃ দেশ, গ্রাম, ও নগরে বিভক্ত হইল ও রাজ্য রক্ষার্থে গ্রাম ও দেশ অধিকার নিযুক্ত হইল। রাজা কতিপয় মন্ত্রী লইয়া প্রত্যেক গ্রামের ও রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। যেরূপ রাজ্য বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, সেইরূপ কৃষি ও বাণিজ্য সর্ব্ব স্থানে প্রকাশিত হইল। রাস্তা ঘাট নির্ম্মিত হইল ও শকট, নৌকা ও জাহাজের দ্বারা এক স্থানের বিক্রেয় দ্রব্যাদি অন্য

স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। অধিকাংশ লোক পার্থিব কার্য্যে কালযাপন করিত। যে সকল আর্য্য সরস্বতী-তীরে বাস করিতেন, তাঁহারাই জ্ঞান প্রকাশক হইলেন, তাঁহারা কেবল ঈশ্বর ও আত্মা চিন্তা করিতেন। সকলের গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। তাঁহারা পরিবার লইয়া প্রতিদিন তিন বার সংস্কৃত ভাষায় উপাসনা করিতেন। এই সকল উপাসনা একত্রিত হইয়া ঋগ্বেদ নামে বিখ্যাত হয়। অনন্তর যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদ বিরচিত হয়। বেদ ছন্দস্ মন্ত্র অথবা সংহিতা ব্রাহ্মণ্যে ও সূত্রে বেদাঙ্গতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণের শেষাংশ আরণ্যক বলে, কারণ তাহা অরণ্যে পঠিত হইত। যাহা বেদের শেষাংশ তাহাকে উপনিষদ বলে, কারণ আচার্য্যের নিকট বসিয়া পাঠ করিতে হইত। যদিও বেদে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সংস্থাপিত, কিন্তু উপনিষদে ঈশ্বর ও আত্মা যে অশেষ যত্নপূর্ব্বক চিন্তিত ও নিদিধ্যাসিত হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের উপদেশ এই—একই ঈশ্বর, তাঁহাকে জান, তাঁহারি উপাসনা কর। আত্মার অমরত্ব লক্ষণ সংস্থাপিত; কিন্তু জীবের পুনর্জ্জন্ম-জন্মান্তরের কিছুই উল্লেখ

নাই। পূর্ব্বে জাতি ছিল না—পুরোহিত ছিল না—প্রকাশ্য উপাসনার স্থান ছিল না—মন্দির ছিল না—প্রতিমা ছিল না। গৃহস্থ স্বয়ং পরিবারকে লইয়া উপাসনা করিতেন। যে সকল স্তোত্র উপাসনা কালে পাঠিত হইত, তাহা হযতো পূর্ব্বে রচিত হইত অথবা তৎকালে বিনা চিন্তনে সঙ্গীত হইত। যদি কোন বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের ও পরিবারদের সকলের মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের বৃদ্ধি হয়, সে বন্ধন একত্র ঈশ্বর উপাসনা করা, তখন সকলের আত্মা আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে থাকে। অসভ্য দেশে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমতুল্য জ্ঞান করে না—হয় তো কিঙ্করী নয় তো গৃহ বস্তুর স্বরূপ বোধ করে এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিনী না হইলে প্রহারিত অথবা দূরীকৃত হয়। আর্য্যেরা স্ত্রীকে সমতুল্য অর্দ্ধশরীর ও অর্দ্ধ জীবন জ্ঞান করিতেন। স্ত্রী ভিন্ন ঈশ্বর উপাসনা, ধর্ম্ম কার্য্য ও পারলৌকিক ধন সঞ্চয় উত্তম রূপে হইত না। ঋগ্বেদের এক শ্লোকে লেখে, স্ত্রীই পুরুষের গৃহ—স্ত্রীই পুরুষের বাটী। মনুও বলেন স্ত্রী গৃহ উজ্জ্বল করেন।

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যো-বধূ।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। উহাদিগের উপনয়ন হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা পতি গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা বেদ পড়িতেন ও পড়াইতেন, জ্ঞানানুশীলনার্থে তাঁহারা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতেন। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে যে, মিনা ও বৈতরণী নামে দুই জন ব্রহ্মবাদিনী নারী ছিলেন। হরিবংশে লেখে যে বরুনার এক তপঃ-শালিনী কন্যা ছিল। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, মহাত্মা আসুরি আত্ম-জ্ঞানার্থে কপিলের শিষ্য হইয়া শাবরীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী ছিলেন। প্রিয় শিষ্য পঞ্চশিখ ঐ কপিলার নিকট ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মিথিলাধিপতি জনক ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনার্থে অনেক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করেন। গার্গী নাম্নী এক তত্ত্বজ্ঞা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করেন। মহাভারতে লেখে যে সলভা নামে একটী স্ত্রীলোক দর্শন শাস্ত্র

ভাল জানিতেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মবাদিনীরা জ্ঞানানুশীলন ত্যাগ করিয়া ধ্যানাবৃত হইতেন। ধ্যান কাণ্ড জ্ঞান কাণ্ডের চরমাবস্থা। রঘুবংশে এক ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ আছে। "এই সুতীক্ষ্ণ-নামা শান্তচরিত্র আর এক তপস্বী ইন্ধন প্রজ্বলিত হুতাশন চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী ও সূর্য্যাভিমুখী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন।" আরণ্যকাণ্ডে লেখে "চীর-ধারিণী জটিলা তাপসী শবরী" রাম দর্শনে অগ্নিতে প্রবেশ করত "আপন বিদ্যুতের * ন্যায় দেহ প্রভায় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে যে স্থানে সেই সুকৃতাত্মা মুনিগণ বাস করিতেছিলেন, তিনি সেই পুণ্য স্থানে গমন করিলেন।"

যদিও ব্রহ্মবাদিনীরা ঈশ্বর ও আত্মজ্ঞানানুশীলনে মগ্ন থাকিতেন, তথাচ সদ্যোবধূরা পতিগ্রহণ করিয়াও উক্ত জ্ঞানে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অত্রিবংশীয় দুই নারী ঋগ্বেদের কতিপয় স্তোত্র রচনা করেন। উত্তর রামচরিতেও লেখে যে অত্রিমুনির বনিতা আত্রেয়ী পথে

---

* বিদ্যুতের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীর যাহা উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

আসিতেছিলেন, একজন পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? মুনিপত্নী বলিলেন, আমি বাল্মীকির নিকট অধ্যয়ন করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম, সেখানে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা বাস করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী অতি উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি, স্বামীর নিকট তত্ত্ব-জ্ঞান উপদেশ পান। ঈশ্বর বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদে প্রকাশিত আছে।

সদ্যোবধূরা উত্তম রূপে শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয়, পারলৌকিক উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রকার শিক্ষিত কতিপয় আধ্যাত্মিক সদ্যোবধূর সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

উচ্চ সদ্যোবধূ।

দেবহূতি।

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্দ্দম মুনির স্ত্রী দেবহূতি স্বামীর বনে গমন সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "আপনি প্রব্রজ্যার্থে গমন করিতেছেন। আমি কাহার নিকট জ্ঞান লাভ করিব? আমার জ্ঞানোপদেশ নিমিত্তে কাহাকেও রাখিতে আজ্ঞা হউক।"

পরে দেবহূতির গর্ভে কপিলের জন্ম হয়। কপিল তপোবল দ্বারা "নিরহংকার অর্থাৎ দেহাদিতে অহং-বুদ্ধিশূন্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা" ব্রহ্ম লাভ করিয়াছিলেন। দেবহূতি পুত্রের নিকট আসিয়া তত্ত্ব-জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন করেন। কপিল বলেন "আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগ পুরুষের নিঃশ্রেয়সের কারণ, কেননা তাহাতেই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই উপরতি হয়। চিত্তই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন ও পরমেশ্বরে সংলগ্ন হইলে তাহার মুক্তি হয়।" কপিলের উপদেশ

জ্ঞানপ্রদ। তৃতীয় স্কন্ধে এই উপদেশ বাহুল্য রূপে লিখিত আছে।

শান্তা।

শান্তার বিবাহ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত হয়। অন্তর-উচ্চতা ও সৌন্দর্য্যে তিনি অতুল্য ছিলেন।

কেশিনী।

কেশিনী সাগরকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও সত্যানুরাগে তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

সতী।

সতী শৈশবকালাবধি যোগাভ্যাস ও তপস্যা করি-তেন। পতিনিন্দা শুনিয়া যোগবলে আপন দেহ ত্যাগ করিয়া ছিলেন।

অনসূয়া।

অত্রিমুনির বনিতা অনসূয়া অনেক শাস্ত্র জানিতেন ও অন্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সীতার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, তাহা আরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত আছে।

কৌশল্যা।

কৌশল্যা দশরথের দ্বারা রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত। "সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, সৎপরামর্শ দানে ভগিনীর ন্যায়, ভোজন কালে জননীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

সীতা।

সীতা কেবল শরীর ধারণ করিতেন—তিনি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক চিন্তা পিতৃ আলয়ে হইয়াছিল। তিনি কহেন "সংযতচিত্ত মুনিগণ যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন,

তাহাও আমি কৌমার কালে পিতৃভবনে এক সাধু-শীল ভিক্ষুকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। শাস্ত্রকারেরা কহেন পতিই নারীদিগের দেবতা, যে নারী ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা ভর্ত্তার অনুসরণ করে, সে ইহ ও পর-লোকে স্বামির সঙ্গিনী হইয়া সুখে সময় যাপন করে। আমি বিবাহ কালে স্বামীর করে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার হিতের নিমিত্তে অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিতে পারি"। বনবাস কালে রামচন্দ্র সীতাকে গৃহে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতা বলিলেন তোমা ছাড়া হইলে আমি স্বর্গ ছাড়া হইব। দণ্ডকারণ্যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে কে না চমৎকৃত হইবে? যে সকল জীব সমাহিত ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা তাড়িত ও অপমানিত হইলেও অন্তর শীতলতা হইতে চ্যুত হন না। ব্রহ্মবাদিনীদিগের ব্রহ্মই লক্ষ্য ও ব্রহ্ম লাভের জন্য তপো বলের দ্বারা তমস জীবনকে নির্ব্বাণ করাই সাধনা ছিল। সদ্যোবধূগণ পতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপন শুদ্ধপ্রেম পতিকে অর্পণ করিয়া পরলোক উন্নতি সাধন করিতেন।

সীতা অসতী হইয়াছেন, এই জনরব যখন ঘোষণা

হইতে লাগিল, তখন রামচন্দ্র আপন রাজ্যের কুশলার্থে সীতার সহিত আর সহবাস না করিতে পারিয়া তাঁহাকে বনবাস দিলেন। এই মর্ম্মবেদনা পাইয়াও সীতার ভাব রামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ছিল তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

সাবিত্রী।

সাবিত্রীর আধ্যাত্মিক ভাব অল্প ছিল না। সত্য-বানকে বনে দেখিয়া মনেতে বরণ করিলেন, তিনি এক বৎসরের মধ্যে মরিবেন এই সম্বাদ নারদ মুখে শুনিয়া ও পিতা মাতা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিবৃত হইলেন না। যখন শ্বশুর গৃহে গমন করিলেন, তখন তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আপন অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শ্বশুর ও শাশুড়ির ন্যায় বল্কল ধারণ করিলেন। এই সকল কার্য্যেতে দেদীপ্য-মান হয় যে, যাঁহারা আত্মজ্ঞ হয়েন, তাঁহারা নশ্বর বস্তু ও ভাব হইতে অতীত—তাঁহারা মনন্ময়ী অবস্থায় উপরতিতে পূর্ণ হয়েন।

দময়ন্তী।

দময়ন্তী ও পতিপরায়ণা ছিলেন। সকল কামনা পতিতে পর্য্যবসান করত পতিতে মগ্ন হইয়া আত্ম লাভ সাধন করিতেন।

পতি সত্ত্বেই হউক আর পতি বিয়োগেই হউক, সাকার কিম্বা নিরাকার পতি অবলম্বনে পূর্ব্বকালীন অঙ্গনারা আত্মার উদ্দীপন করিতেন। দময়ন্তী ঘোর ক্লেশে পতিত হইয়াছিলেন,—অরণ্যে পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা—অর্দ্ধবস্ত্রপরিধানা, তথাচ নিমেষমাত্র পতিকে বিস্মরণ না করিয়া অনেক দুর্গম স্থানে পর্য্যটন পূর্ব্বক পুনরায় পতিকে পাইয়াছিলেন।

শকুন্তলা।

শকুন্তলার উচ্চ শিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার পালক পিতা কহেন—"কন্যা ঋণ স্বরূপ—উৎকৃষ্ট দূরমূল্য রত্ন—পিতারই গচ্ছিদ্ধন।" রাজা দুষ্মন্ত কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর শকুন্তলার এক পুত্র জন্মে। তিনি ঐ পুত্রকে সঙ্গে

করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া বলেন—রাজন্! আমি তোমার ভার্য্যা ও এই বালকটি তোমার পুত্র। রাজা তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন রাজন্! ভার্য্যাকে অবহেলা করিও না—"ভার্য্যা ধর্ম্ম কার্য্যে পিতার স্বরূপ—আর্ত্ত ব্যক্তির জননী স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম স্থান স্বরূপ—আর সত্যই পরম ব্রহ্ম। সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না।"

গান্ধারী।

গান্ধারী আপনার স্বামীর অন্ধতা জন্য আপন চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে আপনার স্বামীর নিকট পুত্রদিগের অধর্ম্ম আচরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের কখনই জয় হয় না।"

কুন্তী।

কুন্তীর মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার উপদেশেতে প্রতীয়মান। দ্রৌপদী যখন বনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলেন—"দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না। তুমি স্ত্রীধর্ম্মাভিজ্ঞ, সুশীলা, সাধ্বী ও সদাচারবতী তোমার গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে; অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তোমাকে উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই। হে অনঘে! কৌরবেরা পরম ভাগ্যবান, যে হেতু তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। বৎসে! আমি সর্ব্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি, তুমি সচ্ছন্দে গমন কর।"

উদ্যোগ পর্ব্বে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "লোকে সৎস্বভাব দ্বারা যেরূপ মান্য হইতে পারে, ধন বা বিদ্যার দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না।"

বীরের কন্যাই বীর-ভাব প্রকাশ করেন। কুন্তী বলিলেন—"হে কেশব! তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয় কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে;

এই সময়ে বিপরীতাচরণ কর, তাহা হইলে অতি ঘৃণাকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহারা নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব; সময় ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়"। তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব এই উপদেশে প্রকাশ হইতেছে—"আমি পুত্রগণের নির্ব্বাসন, প্রব্রজ্যা, অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে অভিজ্ঞতা লাভ করিযাছি। দুর্য্যোধন আমাকে ও আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দ্দশ বৎসর অপমান করিতেছে; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, দুঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়, পরে পুণ্য ফল সুখ সম্ভোগ হইয়া থাকে; অতএব আমরা এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিয়া পাপক্ষয় করিতেছি; পশ্চাৎ সুখ সম্ভোগ করিব; তাহার সন্দেহ নাই।"

দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী শৈশবাবস্থায় পিতার ক্রোড় হইতে আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার

শিক্ষা বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ বর্ণন—“অনন্তর দ্রুপদ রাজা আলেখ্য রচনা ও শিল্পকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কন্যাকে যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্রোণ সন্নিধানে অস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে দ্রুপদ মহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার পরিণয় কার্য্য সমাধান করিবার নিমিত্তে দ্রুপদ রাজাকে অনুরোধ করিলেন”। পাণ্ডবদিগকে বিবাহ করিয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া অনেক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন—অভ্যাগত অতিথি এবং দাস দাসীদিগের ভোজন ও পরিচ্ছদ বিষয়ে তত্ত্ব করিতেন। গোশালা ও মেষশালা আপনি দেখিতেন। কোষ তাঁহার অধীনে ছিল, ও আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করিতেন। যে সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অতি বিনীত ও শান্তভাবে করিতেন। তিনি কহিতেন যে, জীব নিষ্কাম না হইলে মুক্তি পায় না। যখন তিনি বনে ছিলেন তখন তাঁহার সত্যভামার সহিত পতি বশকরণ বিষয়ক কথোপকথন হয়। তিনি কহেন, “আমি কাম ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহার পূর্ব্বক

প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানু-বর্ত্তন করি। আমি প্রত্যহ উত্তম রূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্য শূন্য হইয়া কাল যাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিম্বা গৃহোপবনে সতত বাস করিয়া অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া এক মুহূর্ত্ত সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্তে প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইযা স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি।"

সুভদ্রা।

সুভদ্রা অর্জ্জুনকে বিবাহ করেন। অভিমন্যু সমরে প্রাণত্যাগ করিলে তিনি যে বিলাপ করেন, তাহাতে

তাঁহার পারলৌকিক উচ্চ ভাব প্রকাশ হয়। "সংশিত-ব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার চারিবর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সত্য সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত যজ্ঞানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুশীলন ও গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদিগের নিকট বিমুখ হন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট বিপন্ন ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা মাতা পিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, যাঁহারা গত মৎসর হইয়া সর্ব্ব ভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমার সেই গতি হউক।"

রুক্মিণী।

ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। "হে নরশ্রেষ্ঠ! কুল শীল রূপ বিদ্যা বয়ঃ ধন সম্পত্তি ও প্রভাব দ্বারা উপমা রহিত এবং নরলোকের যে মনোভিরাম যে তুমি, তোমাকে কোন কুলবতী গুণদ্বারা বুদ্ধিমতী কন্যা বিবাহ বাসরে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ না করে? অতএব আমাতে দোষের শঙ্কা কি? হে বিভো! সেই হেতু আমি তোমাকে নিশ্চয় পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং আমায় তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি, অতএব তুমি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নী স্বীকার কর। হে অম্বুজাক্ষ! তুমি বীর, আমি তোমার বস্তু; চেদিরাজ যেন আমাকে স্পর্শ না করে, শীঘ্র আসিয়া তাহা কর। আমি যদি পূর্ব্বজন্মে পূর্ত্তকর্ম্ম বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ বা পর্ব্বণাদি দান বা তীর্থ পর্য্যটনাদি বা নিয়ম ব্রতাদি কিম্বা দেব বিপ্র গুরু অর্চনাদি দ্বারা নিয়ত ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন, দমঘোষ পুত্র প্রভৃতি অন্য ব্যক্তি না করুক। হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন, অতএব তুমি গোপনে বিদর্ভে

আগমন পূর্ব্বক সেনাগণে পরিবৃত হইয়া চেদিরাজ ও মগধ রাজের বল সমুদয় নির্ম্মন্থন কর; হঠাৎ বীর্য্যস্বরূপ শুল্ক দ্বারা ব্রাহ্ম বিধান অনুসারে আমাকে বিবাহ কর। যদি বল তুমি অন্তঃপুরমধ্যচারিণী, অতএব তোমার বন্ধুগণকে নিহত না করিয়া কি প্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব? তাহার উত্তর বলি। বিবাহ পূর্ব্বদিনে মহতী কুলদেব যাত্রা হইয়া থাকে, যে যাত্রায় নববধূকে পুরীব বাহিরে অম্বিকার মন্দিরে গমন করিতে হয়, অতএব অম্বিকার মন্দির হইতে আমাকে হরণ করা অতি সুকর।"

পাতিব্রত ধর্ম্ম।

অরুন্ধতী লোপামুদ্রা চিন্তা প্রভৃতি বিখ্যাত পতিব্রতা। পতিব্রতা ধর্ম্ম স্ত্রীলোকদিগের এত আদরণীয় যে নীচ জাতীয় নারীরা এ ধর্ম্ম অভ্যাস করে। ফুল্লরা খুল্লনা প্রভৃতি নারীরা পতিপরায়ণা ছিলেন, ঈশ্বরেতেই আত্মা অর্পণ করিলে জীবন নানা শুদ্ধভাবে পূর্ণ হয়। কেহ নিরাকার ব্রহ্ম কেহ সাকার ব্রহ্ম অবলম্বন করে। কিন্তু নিরাকার হউক অথবা সাকার হউক, অন্তরে

অভ্যাসের বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে থাকে। যে সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদিগের অনেক কার্য্য স্বভাব বশত বা সংস্কারাধীন হইতে পারে, অথবা এমন হইতে পারে যে সাকার উপাসনা নিরাকার ভাবের সোপান।

অহল্যাবাই।

অহল্যাবাই মহারাষ্ট্র দেশে মালহর রায়ের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের বিয়োগ হইল, ও কন্যার স্বামির কাল হওয়াতে তিনি সহমরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অহল্যাবাই কন্যাকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার কথা শুনিলেন না। মাতা তখন শান্ত হইয়া কন্যার সহমরণ বসিয়া দেখিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ক্রমে অহল্যাবাই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া রাজকার্য্য করিতেন। প্রাতে উঠিয়া উপাসনা করণানন্তর গ্রন্থাদি পাঠ শুনিতেন, পরে ব্রত নিয়মাদি সাঙ্গ করিয়া দান করিতেন। মৎস্য মাংস খাইতেন না। আহারের পরে

শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া কেবল গলায় এক ছড়া হীরকের চিক দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন। বেলা ২ টা অবধি ৬ টা পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রজাদিগের প্রাণ ও বিষয় রক্ষা করা ও তাহাদিগের নিকট হইতে অল্প কর লওয়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী ছিলেন; এজন্য তাহাদিগের সকলের কথা আপন কর্ণে শুনিয়া হুকুম দিতেন। ৬ টার পর তিনি আত্মোন্নতিতে নিযুক্ত থাকিতেন। পুরাণ শ্রবণে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বলিতেন ঈশ্বরের নিকট আমার সর্ব্ব কার্য্যের জবাব দিতে হইবে, এজন্য তাঁহার অভি-প্রায়ের কিছু যেন অন্যথা করা না হয়।

তিনি সত্যকে আদর করিতেন ও তোসামদকে ঘৃণা করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া এক পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি ঐ পুস্তক নর্ম্মদা নদীতে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন ঈশ্বর পরায়ণা নারী ছিলেন, তেমনি তাঁহার বিষয় কার্য্যে পরিষ্কার বুদ্ধি ছিল। তিনি উত্তম উত্তম কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজকার্য্য ৩০ বৎসর নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল—কাহার সহিত বিবাদ

কলহ ও যুদ্ধ হয় নাই। অহল্যাবাই অনেক মন্দির ধর্ম্মশালা দুর্গ কূপ ও রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দয়া কেবল মানব জাতিতে ছিল না। পশু পক্ষীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা ছিল। পশু পক্ষী ও মৎস্যের আরাম জন্য তিনি অনেক যত্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সংযুক্তা।

সংযুক্তা রাজপুত্রবংশীয় জয়চাঁদ রাজার কন্যা ছিলেন। তিনি পৃথুরাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পৃথু হস্তিনার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন ও অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন মুসলমানেরা দিল্লি আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, পৃথুপত্নী স্বামীকে বলিলেন—"উত্তমরূপে মরিলে চির জীবন লাভ হয়। আপনার বিষয় চিন্তা করিও না—অমরত্ব চিন্তা কর। তুমি শত্রুর মস্তক ছেদন কর। পরকালে আমি অর্দ্ধ অঙ্গ হইব।" পৃথু যুদ্ধে গমন করিলেন। যুদ্ধের ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার নারী বলিলেন, পতিকে আর আমি এখানে দেখিতে পাইব না—

তাঁহাকে স্বর্গে দেখিব। এই বলিয়া আপনি অগ্নিতে দগ্ধ হইলেন।

ক্ষত্রিয় নারীদিগের বীরভাব।

ক্ষত্রিয নারীরা বীরভাবে অনুরাগিণী ছিলেন। স্পার্টা দেশে মাতা পুত্রকে যুদ্ধে গমন কালীন বলিতেন। দেখিও পুত্র! রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিও না। হয় তো জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিও, নতুবা তোমার মস্তক যেন চর্ম্মোপরি আনীত হয়। রাজপুত্র যদুবংশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বংশীয় অঙ্গনারা বীরভাব প্রকাশ করিতেন। উদয়পুরের রাণার কন্যা স্বামীকে যুদ্ধে পলায়ন করিয়া আসিতে দেখিয়া দ্বার রক্ষককে বলিলেন, দ্বার বন্ধ কর ও স্বামিকে বলিলেন আপনার কর্ত্তব্য এই ছিল, হয় যুদ্ধে জয়ী হওয়া নয় যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করা—পলায়ন করা কাপুরুষের কার্য্য; বুন্দি রাণী যুদ্ধে আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

দ্রোণপর্ব্বে ভীম অর্জ্জুনকে এই বলিয়াছিলেন, "হে ভ্রাতঃ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় কামি-

নীরা যে কার্য্য সাধনের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করেন, এক্ষণে সেই কার্য্য সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের অন্য প্রকার শিক্ষা।

কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকেরা ভূর্জ্জপত্রে লিখিতেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা নানা বিষয়ে হইত। ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী, পাটীগণিত ও লীলাবতী গ্রন্থ লেখেন। মণ্ডন-মিশ্রের স্ত্রী তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, কারণ যখন মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিতণ্ডা হয়, তখন তিনি মধ্যস্থ হয়েন। বিদ্যতমা কালদাসের স্ত্রী ছিলেন, তিনিও বিদ্যাবতী ছিলেন। মিহিরের স্ত্রী খনা জ্যোতিষ বিদ্যা ও তাঁহার বচনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। মিরা বাই চিতোরের রাণী বড় কবি ছিলেন। তিনি জয়দেবের ন্যায় মিষ্ট কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজার স্ত্রী পদ্মাবতী, চৌষট্টি শিল্প ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা জানিতেন।

মালাবারে চারি জন সহোদরা স্ত্রীলোক বিখ্যাত হন। তাঁহাদিগের মধ্যে আভির সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি নীতি কাব্য ও দর্শন বিষয়ক পুস্তক লেখেন। ঐ সকল পুস্তক পাঠশালাতে পাঠ্য পুস্তক হইয়াছিল। তিনি ভূগোল, চিকিৎসা, কিমিয়া ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য ভগিনীরা নীতি ও অন্যান্য বিষযক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কাশীতে হটি বিদ্যালঙ্কার নামে এক জন বিখ্যাত স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি স্মৃতি ও ন্যায়জ্ঞ ছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূদিগের যেরূপ শিক্ষা হইত, তাহা উল্লিখিত হইল। ঈশ্বর তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য ;—ব্রহ্মানন্দের জন্য তাঁহাদিগের ধ্যান, জপ ও সর্ব্ব প্রকার অন্তর অভ্যাস হইত। আয়, ব্যয়, শান্তিরক্ষা, পাক করা, আতিথ্য করণ ইত্যাদি গৃহকার্য্য যাহা দ্রৌপদী সত্যভামাকে বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছিলেন, সদ্যোবধূরা সেই সমস্ত গৃহকার্য্য বিশেষরূপে জানিতেন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীস্থ স্ত্রী-

লোকেরাও নানা প্রকার বিদ্যা শিখিতেন। দশ-কুমারে লেখে যে স্ত্রীলোকেরা বিদেশীয় ভাষা, চিত্র-করা, নৃত্য বিদ্যা, সঙ্গীত, নাট্যশালায় অভিনযকরণ, আয় ব্যয় বিষয়ক, তর্কবিদ্যা, গণনা বাক্য-বিন্যাস, পুষ্পবিদ্যা, সৌগন্ধ ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণ, জীবিকা নির্ব্বাহক—অর্থকরী বিদ্যা ইত্যাদি শিখিতেন। কাব্য গ্রন্থতে চিত্রশালা, নৃত্যশালা ও সঙ্গীতশালার উল্লেখ পাওয়া যায। অর্জ্জুন বিরাটের কন্যাদিগকে নৃত্য ও সঙ্গীত শিখাইয়া ছিলেন। নৃত্য, গান ও সমাজে গমন জন্য স্ত্রীলোকেরা মিষ্টরূপে আলাপ করিতে পারিতেন। বিষ্ণু পুরাণে লেখে যে, অঙ্গনাগনের কথা সুমধুর ও সংগীত স্বরূপ।

কালেতে স্ত্রীলোকদিগের উপনয়ন ও বেদ অধ্যয়ন বিলুপ্ত হইল। পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তক হইল। কালেতে স্ত্রীলোকদিগের নিরা-কার ব্রহ্ম লোপ হইলেও ব্রহ্মধ্যান, অনন্ত ও বিস্তীর্ণ-রূপে না হইয়া পরিমিত ও সাকার ব্রহ্মেতে চিত্ত অর্পিত হইল। তথাচ স্ত্রীলোকদিগের আত্মার অমরত্ব ও পরলোকে ব্রহ্মানন্দ ভোগ, এ বিশ্বাস দৃঢ় রূপে হৃদয়ে বদ্ধ থাকিল। এই কারণ বশতঃ তাঁহাদিগের

অন্তরে যে নির্ম্মল স্রোত বহিতে ছিল, তাহা বহিতে লাগিল। উপনিষদের জ্ঞান-সুধা, পুরাণের ভক্তি-সুধার সহিত মিলিত হইয়া ভক্তির প্রবলতায় আত্মার শুদ্ধ জ্ঞান, প্রকৃতি হইতে অতীত হয় নাই, সুতরাং ভক্তির প্রাবল্য ও আত্মার অনন্ত জ্ঞানের খর্ব্বতা হইযাছিল।

স্ত্রীলোকদিগের সম্মান।

এদেশে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান গৃহে ও বাহিরে এক-ভাবে ছিল। বেদেতে, মনুতে ও পুরাণে স্ত্রীলোকদিগের সম্মানের প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মনু বলেন স্ত্রীলোক যথার্থ পবিত্র। স্ত্রীলোক ও লক্ষ্মী, সমান। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমানা। স্ত্রীলো-কেরা সর্ব্বদাই শুদ্ধ। যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান, সেখানে দেবতারা তুষ্ট। যে স্থানে স্ত্রীলোক অসম্মানিত, সেখানে সকল ধর্ম্মের ভ্রষ্টতা।

বিবাহিত স্ত্রীলোক পিতা কর্ত্তৃক, ভ্রাতা কর্ত্তৃক, স্বামী কর্ত্তৃক ও দেবর, ভাসুর কর্ত্তৃক, সম্মানিত ও পূজিত হওয়া

কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোক “ভবতি ও প্রিয় ভগ্নী বা মাতা” বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। স্ত্রীলোক দেখিবামাত্রে পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অগ্রে যাইতে দিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির আপন কিঙ্করীকে “ভদ্রে” বলিয়া ডাকিতেন। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত। অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক নিষেধিত না হইলে, কথোপকথন করিতে পারিত। কিন্তু স্বামী বিদেশে গমন করিলে, স্ত্রী অন্যের বাটীতে উৎসব ও যেখানে বহুলোকের সমাগম, সেই সকল স্থানে না যাইয়া আপন গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজারা স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ভরত, রামচন্দ্রের নিকট বনে গমন করিলে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকতো?” যখন যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র-আশ্রমে গমন করেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন— “রাজ্যেতে দুঃখিনী অঙ্গনারা তো উত্তমরূপে রক্ষিত হয় ও রাজবাটীতে স্ত্রীলোকেরা তো সম্মান পূর্ব্বক গৃহীত হয়?” স্ত্রীলোক, রক্ষক বিহীনা হইলে রাজা দ্বারা রক্ষিত হইতেন। মনু কহেন “কন্যা অতিশয় স্নেহের পাত্রী।” ভীষ্ম কহেন—মাতা ইহ ও পর-

লোকের মঙ্গলকারিণী। পীড়িত ও দুঃখিত স্বামীর স্ত্রী অপেক্ষা রত্ন নাই। স্ত্রী পরম ঔষধি ; আধ্যাত্মিকতা অর্জ্জনে স্ত্রী অপেক্ষা সহযোগিনী নাই। মনু ও রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক আপন শুদ্ধমতিতেই রক্ষিত হয়, বদ্ধ থাকিলে রক্ষিত হয় না, কথা সরিত সাগরে এক গল্পে লেখে যে, যখন এক বর কন্যা বিবাহ করিয়া আইলেন, কন্যা কহিলেন—দ্বার উদ্ঘাটন কর, বন্ধুবান্ধবের সমাগম হউক। স্ত্রীলোক অন্তর বলেতেই রক্ষিত হয়। বন্ধনের আবশ্যক নাই। ডাক্তর উইলসন আমাদিগের ভাষা ও শাস্ত্র উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দুজাতীয় মহিলাগণ যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, এরূপ আর কোন প্রাচীন জাতিতে হয় নাই। স্ত্রীলোক, সকল নাটকে কবিতাতে উৎকৃষ্ট ও উচ্চরূপে বর্ণিত। তাহারাপুরুষ দিগের নিয়ামক ও পুরুষেরাও তাহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিত।

পুনর্ব্বিবাহ, সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য।

ঋগ্বেদের সময় সহমরণ ছিল না। যিনি বিধবা হইতেন, তিনি স্বামীর মৃতদেহের সহিত কিয়ৎকালের জন্য স্থাপিত হইয়া উঠিয়া আসিতেন। পরে তিনি অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন। ঋষিরা বিধবা বিবাহ করিতেন। অনন্তর বিধবার পুনর্ব্বিবাহ, পতিপরায়ণা নারীদিগের বিষতুল্য জ্ঞান হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন বৈবাহিক বন্ধন কেবল ঐহিক বন্ধন নহে—ইহা ঐহিক ও পারলৌকিক বন্ধন। পতি সাকার হউক বা নিরাকার হউক, সেই পতির সহিত মিলিত হইয়া, লোকান্তরে দুই জনে উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অতএব এই বিশুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া পশুবৎ ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক, পশুবৎ হইয়া অধোগতি প্রাপ্তির কি আবশ্যক? বৈবাহিক বন্ধনে স্ত্রী ও স্বামী, পরস্পরের অর্দ্ধেক শরীর, অর্দ্ধেক জীবন, অর্দ্ধেক হৃদয়। এইরূপ চিন্তা সতীর হৃদয়ে মন্থিত হইলে, সহমরণের প্রথা প্রচলিত হইল। বিধবার এই বাসনা যে, স্বর্গে স্বামীর সহিত বাস করাই শ্রেষ্ঠ কল্প ও তাঁহার সহযোগে, তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুল পবিত্র করা,

উচ্চ কার্য্য। বিধবারা শারীরিক ও মানসিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আত্ম বলে বলীয়ান হইয়া, আত্মার চক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যের মহাত্ম্য দৃষ্টি করত—চিতারূঢ় হইয়া, দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পট্টবস্ত্রপরিধানা—কপালে সিন্দূর, হস্তে বটশাখা, রসনা ধ্বনি করিতেছে—"হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্—এ জগৎ মিথ্যা—আমার পতিই আমার সর্ব্বস্ব—যে রাজ্যে তিনি আছেন, আমি সেই রাজ্যে যাই। সত্যং সত্যং সত্যং।" এই ধ্যান ও এই গভীর ভাব প্রকাশে, সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন হইত ও দগ্ধ হইবার অগ্রে নারীর আপন আত্মা ইচ্ছাবলে, শরীর ও মন হইতে বিভিন্ন হইত।

কিয়ৎ কাল পরে মনু এই বিধি দিলেন যে, বিধবাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য উত্তম কল্প, কারণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, সহিষ্ণুতা অভ্যাসিত হইতে হইতে আত্মার উন্নতি সাধন হয়। যদবধি পতি ছিল, তদবধি পতির সহিত এক মন, এক প্রাণ, এক শরীর হইয়া থাকাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে পতির প্রীতার্থে, ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে নিরাকার পতিকে হৃদয়ে আনয়ন করা হয় ও অভ্যাস নিষ্কাম

ভাবে পরিচালিত হইলে আত্মার বল ও শক্তির বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

বিবাহ।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা পতিমর্য্যাদা বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইলে বিবাহ করিতেন না। শাস্ত্রে লেখে "কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্ম শাসনে অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।" যে সকল সদ্যোবধূর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা যৌবনাবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। যুবক ও যুবতী পরস্পর সন্দর্শন করিয়া ও পরস্পরের স্বভাব, চরিত্র, গুণ ইত্যাদি জানিয়া, পিতা মাতার অনুমতি অনুসারে বিবাহ করিতেন। রামচন্দ্রের বনবাস কালীন অযোধ্যা সর্ব্বপ্রকারে নিরানন্দে মগ্ন ছিল। বাল্মীকি লেখেন, যে সকল উদ্যানে যুবক ও যুবতী আমোদার্থে ও পরস্পর সন্দর্শনার্থে গমন করিতেন, তাহা এক্ষণে শূন্য রহিল।

ক্ষত্রিয়েরা বীরত্ব সম্মানার্থে কন্যাকে স্বয়ংবরা করিয়া বিশেষ বিশেষ পণ করিতেন। রাম, ধনু ভঙ্গ করিয়া

সীতাকে বিবাহ করেন। অর্জ্জুন, লক্ষ্য ভেদ করত দ্রৌপদী লাভ করেন। স্বয়ম্বর সভায় কন্যা, ধাত্রির নিকট সকলের পরিচয় পাইয়া ও রূপ দেখিয়া, যাঁহার প্রতি মনন করিতেন, তাঁহার গলায় বরমাল্য দান করিতেন।

রঘুবংশে ৬ষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর, ও নৈষধের ২১ সর্গে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বিবরণ লিখিত আছে।

পূর্ব্বে কন্যা, স্বয়ম্বরা না হইযাও ইচ্ছামত পাত্রে পাণি প্রদান করিতেন যথা—সাবিত্রী, দেবযানি, রুক্মিণী, শুভদ্রা ইত্যাদি। দশকুমারে লেখে যে, কন্যা সুশিক্ষিত হইয়া আপন স্বেচ্ছাক্রমে বর গ্রহণ করিতেন।

বিবাহ অষ্ট প্রকার ছিল।

১। ব্রাহ্ম—সুপাত্রে কন্যা দান।

২। দৈব—পুরোহিতকে কন্যা দান।

৩। ঋষি—তুইটা গরু পাইয়া কন্যা দান।

৪। প্রজাপত্য—সম্মান পূর্ব্বক কন্যা দান। পিতা এই আশীর্ব্বাদ করিতেন—বর কন্যা তোমরা তুই জনে মিলিত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্ম করিবে।

৫। আসুর—ধন পাইয়া কন্যা দান।

৬। গান্ধর্ব্ব—বর ও কন্যার স্বেচ্ছামতে বিবাহ।

৭। রাক্ষস—কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ।

৮। পৈশাচ—কন্যা নিদ্রিত, উন্মত্ত অথবা ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে, তাহার সহিত বিবাহ।

প্রথম ছয় ব্রাহ্মণদিগের, শেষ চারি ক্ষত্রিয়দিগের, ও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রকার বিবাহ অন্যান্য শ্রেণীর জন্য বিধিত হইয়াছিল।

উচ্চ জাতিস্থ লোকেরা নিম্ন জাতিকে বিবাহ করিতে পারিত। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিত।

ব্রাহ্মণের কন্যা, নীচ জাতিকে বিবাহ করিলে তাহাকে কেহ পরিত্যাগ করিতে পারিত না। তিনি স্বামীর সহিত সকল বৈদিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের সুদ্রানী ভার্য্যা হইলে, তিনি সকল বৈদিক কার্য্যে গৃহীত হইতেন না। ব্রাহ্মণের নানা বর্ণীয় স্ত্রী থাকিলে, উপাসনা প্রভৃতি তাহাদিগের বর্ণানুসারে হইত। যদি কোন স্ত্রী, উচ্চ জাতীয় ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইত আর নীচ জাতীয় লোকের প্রতি লক্ষ্য করিলে, বাটীতে রুদ্ধ

থাকিতে হইত। এই নিয়ম কত দূর প্রবল ছিল, তাহা বলা কঠিন, কারণ অসবর্ণ বিবাহ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

উত্তম স্ত্রীর লক্ষণ, মনু বলেন—জ্ঞান, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, মৃদুবাক্য, ও নানা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা। এবম্প্রকার অঙ্গনা, রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল হয়েন। মনু ও ভীষ্ম বলেন যে, নীচ জাতিতে উত্তম স্ত্রীলোক থাকিলে, তিনিও উচ্চ জাতি দ্বারা গ্রহণীয়। বিবাহে কন্যার সম্মতির আবশ্যক হইত। বিবাহ কালীন, বর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তোমাকে কে দিতেছেন—প্রেম অথবা আপন ইচ্ছা? উত্তর প্রেম দাতা, প্রেম গৃহীতা। তাহার পর, বর বলিতেন—তোমার চিত্ত আমার চিত্ত হউক। বিবাহের এক নিয়ম এই যে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি শুদ্ধাচার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বৈবাহিক শপথ রক্ষা করিবেক। রণে, যদ্যপি রাজা শত্রুর কন্যাকে জয় লাভ করিয়া আনিতেন, তথাপিও তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বে কোন কোন বিদূষী এই পণ করিতেন, যাহারা তাহাদিগকে পাণ্ডিত্যে পরাজয় করিতে সামর্থ হইবেন, তাহাদিগের গলায়

তাহারা বরমাল্য অর্পণ করিবেন। এ কাবণ স্ত্রী লাভ করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হইত। ক্রমে বিদ্যার অনুশীলন এতদূব হইয়াছিল যে, কোন কোন রাণী পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিতেন। কর্ণাটের রাণী এইরূপ বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন ও কাশ্মীরের রাণী সামদেবকে কথাসরিত সাগর লিখিতে আদেশ করেন। এক বিবাহ শ্রেযঃকল্প ও বহুবিবাহ করা শ্রেয়ঃকল্প নহে। রামায়ণ ও মহাভারতে লেখে, এক পত্নী গ্রহণই উৎকৃষ্ট প্রথা ও উচ্চগতি প্রদ—স্ত্রীর নামই ধর্ম্মপত্নী, কারণ স্ত্রীর সহিত ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনে পুরুষ নিযুক্ত থাকিবে। এক পত্নী হইলে, পুরুষ তাহাকে আপন হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া তাহার সহিত বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত করিবেক। অবশেষে, স্মৃতিকারকেরা এই ধার্য্য করিলেন, যে স্ত্রী সুরাপাযী, অধার্ম্মিক, মন্দকারিণী, অপ্রিযা, বন্ধ্যা, চির-রোগী অথবা অপব্যযী হইলে, অন্য স্ত্রী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু যদি প্রথম স্ত্রী, ধার্ম্মিকা ও পীড়িতা হয়েন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া দ্বিতীয় বিবাহ হইত।

স্ত্রীলোকের বাহিরে গমন।

ঋগ্বেদে প্রকাশ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা সালঙ্কৃত হইয়া উৎসব ও বিদ্যানুরঞ্জন সভাতে গমন করিতেন। মহাবীর চরিতে লিখিত আছে যে, ঋষি কন্যা ও পত্নী সকল, পিতা ও স্বামীর সহিত ভোজে ও যজ্ঞে গমন করিতেন। মনুসংহিতা পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, স্ত্রীলোকেরা নাট্যশালায় ও উৎসবে গমন করিতেন। প্রকাশ্য স্থানে মঞ্চোপরি স্ত্রীলোক বসিয়া মল্লযুদ্ধ ও বাণ শিক্ষা ইত্যাদি দেখিতেন। কি মৃগয়ায়, কি যুদ্ধস্থানে, কি শব-সৎকারে, কি যজ্ঞস্থানে, স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালীন দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা পাণ্ডবদিগের শিবিরে ছিলেন। দ্রৌপদীর বিবাহ বিবেচনার্থে, দ্রুপদের সভায় কুন্তী উপস্থিত থাকিয়া, আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজসূয়ে, অশ্বমেধ যজ্ঞে ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময়ে নারীরা উপস্থিত ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ছিল ও যুবতীরা সভার মধ্যে ইতস্ততঃ বেড়াইয়া ছিলেন।

রাণীদিগের রাজ্য গ্রহণ।

প্রকাশ্য সভাতে, রাণী রাজার বামদিকে সিংহাসনে বসিতেন। রাজপুত্র না থাকিলে রাজকন্যা সিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন। প্রেমদেবী নামে একজন রাজবংশীয় নারী দিল্লির সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নেপালে, তিন জন অঙ্গনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজকার্য্য করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাজেন্দ্রলক্ষ্মী অতি উচ্চ ছিলেন। সিংহলেও কয়েকজন রাণী রাজকার্য্য করিয়াছিলেন, এবং মহারাষ্ট্রে অহল্যাবাই রাজকার্য্য করেন। তাঁহার সংক্ষেপ বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

পুরাণে, স্ত্রীরাজ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। হিখথোফ নামে একজন চীন ভ্রমণকারী এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি কহেন—যেখান হইতে গঙ্গা ও যমুনা নামিতেছে, তাহার নিকট স্ত্রীরাজ্য, ঐ রাজ্য স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত হইত। মালদ্বীপ, একজন রাণীর দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল।

পরিচ্ছদ ও গমনাগমন।

এখনকার রাজস্থানের নারীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ বৈদিক সময়ে অঙ্গনাদিগের ছিল। ঘাগরা, কাঞ্চুলি

ও চাদর। চাদরে মস্তক অবধি ঢাকা থাকিত। সীতা যখন রাবণ কর্ত্তৃক হৃত হন, তখন তাঁহার মস্তকের আবরণ, চিহ্ন রাখিবার জন্য ভূমিতে ফেলিয়া দেন। যখন জয়দ্রথ, দ্রৌপদীকে হরণ করেন, তখন তিনি তাঁহার ঘাগরা ধরিয়া ছিলেন। মনু বলেন—স্ত্রীলোক বাহিরে গমন করিতে গেলে, শরীরের উপরের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া যাইবেক না। ঋগ্বেদে এক সূত্রেতে প্রকাশ হইতেছে যে, অঙ্গনাগণের মস্তকের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত। মহারাষ্ট্র, কাশী প্রভৃতি দেশে অঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ পূর্ব্ববৎ আছে। পূর্ব্বে কেবল এক সাড়ি পরা প্রথা ছিল না।

পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা রথে, অশ্বে ও গজে আরোহণ করিতেন। অশ্বে আরোহণ করা, বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখিত আছে।

মাঘ কাব্যে লেখে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজারা আপন আপন অশ্বারূঢ়া মহিষী সঙ্গে লইয়া আসিয়া ছিলেন।

কল্কিপুরাণে লেখে, স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধ করিতেন।

বৌদ্ধমত।

বেদের অনুশীলন কালীন পুরোহিতের সৃষ্টি হইল। ক্রমে, পুরোহিতেরা আপন আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত গুরুর স্বরূপ; কিন্তু—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভা গুরবো দেবী শিষ্যসন্তাপহারকাঃ॥"

অনেক গুরু আছেন যাঁহারা শিষ্যের বিত্ত অপহরণ করেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহরণ করিবার জন্য গুরু দুর্লভ।

সকল ধর্ম্মশিক্ষক নিষ্কাম রূপে শিক্ষা দেন না অথবা সকল ধর্ম্মশিক্ষকও শিষ্যের সন্তাপ হরণ করিতে পারেন না; কিন্তু অনেকেই আপন ক্ষমতাতে উন্মত্ত হয়েন। সেইরূপ বৈদিক পুরোহিত প্রতাপান্বিত হওয়ায় সাধারণ সমাজের ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিলেন। বিশ্বামিত্র ও জনক বেদের দোষারোপ করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি, তিন বেদের লেখকদিগকে ভাঁড়, বঞ্চক, ও ভূত বলিলেন ও ব্রাহ্মণেরাও অন্ত্যজ রূপে বর্ণিত হইলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ মতের সৃষ্টি হইল। বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগকে মাংশাসী, মদ্যপায়ী ও জাতি

অনুরাগী দেখিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত অহিংসা পরম ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক—যাহা আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, তাহা তাহাদিগের হৃদয়ে শীঘ্র সংলগ্ন হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকেরা বলিল যে, জীবনের উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ—যোগ ও ধ্যান ইহার পথ। এই উপদেশ শুনিয়া বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, সাখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন হইতে গৃহীত। সাংখ্যদিগের ন্যায় বৌদ্ধেরা প্রথমে নিরীশ্বর ছিলেন, পরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের উদ্দেশ্য একই। যাহাকে হিন্দুরা জীবন্মুক্তি বলেন তাহাকেই বৌদ্ধরা নির্ব্বাণ কহেন। এই অবস্থাতেই ভবনদী পার—এই অবস্থাতেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও অন্তর জ্ঞান পূর্ণ—এই অবস্থাতেই স্থূল শরীর বিগত ও সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন। পূর্ব্বে ভাবতভূমি ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূর দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়াছিল; এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা দেখিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্পর্ণ হিংসা ও দ্বেষ শূন্য, এবং

অনেকেই ঐ ধর্ম্ম মতাবলম্বী হইলেন। মহা প্রজাপতি অশোক রাজার কন্যা, ও অনেক স্ত্রীলোক এই ধর্ম্মের অনুগামিনী হইলেন। তাঁহারা প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন ও ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় পুরুষের সহিত বিচার করিতেন। যখন চন্দ্রগুপ্ত রাজা ছিলেন, তখন স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত বাহিরে যাইতেন।

মুদ্রারাক্ষসে, চন্দ্রগুপ্তের এই কথা লেখে—"নগরীয় লোকেরা আপন আপন বনিতা সঙ্গে লইয়া, আমোদার্থে বাহিরে আইসে না কেন?"

বৌদ্ধ নীতিগ্রন্থে লিখিত আছে—উত্তম স্ত্রী, মাতা, ভগিনী ও সখী স্বরূপ।

লঙ্কা দ্বীপ হইতে, বৌদ্ধ নারীরা বিবাহার্থে ভারতবর্ষে জাহাজে আসিতেন।

রাণীদিগের গৃহ।

যে প্রকার গৃহে রাণীরা থাকিতেন, তাহার সবিশেষ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়।

"কোন স্থানে শুক ও ময়ূরগণ ক্রীড়া করিতেছে, কোন স্থানে বক ও হংসগণ শব্দ করিতেছে, কোন

স্থান নানাপ্রকার লতা দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে, কোন স্থান চম্পক ও অশোক প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, কোন স্থান বা নানা বর্ণ-রঞ্জিত চিত্র দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে, কোন স্থান বা উৎকৃষ্ট গজদন্ত রজত ও সুবর্ণময় বেদি দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, কোন স্থানে বা সতত বিরাজমান পুষ্পফল পরিশোভিত বৃক্ষ সকল ও মনোহর সরোবর সকল শোভা পাইতেছে, কোন স্থান বা পরমোৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত রজত ও স্বর্ণময় আসনে এবং উত্তম উত্তম উপাদেয় অন্ন পানীয়ে সুশোভিত হইয়াছে।”

দায়াদি।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে দায়াদি নিয়মাবলী হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, তাহাদিগের সম্পত্তি বিভাগের অংশ বড় অল্প হয় নাই। অবিবাহিত কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। তুল্যানুতুল্য মাতৃধনের বিভাগ হইবে। বিবাহিতা কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। মাতা, স্বামীর বিষয় তাঁহার পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে। এইরূপ কন্যা, ভগিনি,

স্ত্রী, মাতা, পিতামহীদিগের মধ্যে দায়াদি সম্পত্তি বিভক্ত হইত।

স্ত্রীলোকের বিশেষ সম্পত্তি স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইত। স্ত্রীলোকের ধন কেহ হরণ করিলে, ঘৃণাস্পদ হইত। যিনি স্ত্রীলোকের দ্রব্য অপহরণ অথবা তাহার প্রাণ নাশ করিতেন, তাহার প্রাণ দণ্ড হইত। অবিবাহিত স্ত্রী অথবা বিবাহিত স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি, কেহ দোষারোপ করিলে দণ্ডনীয় হইত। স্ত্রীলোকের রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় হইত।

চৈতন্য।

চৈতন্যের অনেক স্ত্রীশিষ্য ছিল। স্ত্রীপুরুষেরা এক বাটীতে থাকিয়া, তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। চৈতন্যের শিক্ষা—ভক্তিভাবক, স্ত্রীলোকেরা ঐ শিক্ষা পাওয়াতে অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের মাতা উচ্চ স্ত্রীলোক ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার এইরূপ বর্ণন আছে।

"জগন্নাথের ব্রাহ্মণী তেঁহ, মহা পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ, যেন জগন্মাতা॥

রন্ধনে নিপুণা তা সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্র সম স্নেহ করে সন্ন্যাসী ভোজনে॥”

উপসংহার।

আর্য্য জাতীয় মহিলাগণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাহাদিগের শিক্ষা, আচার ও ব্যবহার আধ্যাত্মিক—যাহা কিছু শিখিতেন ও করিতেন তাহা ঈশ্বর ও পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতেন—ইহা পৌত্তলিক অথবা অপৌত্তলিক ভাবে হইতে পারে কিন্তু অন্তর অভ্যাসের ফললাভ অবশ্যই হইত। এইরূপ অভ্যাস বহুকালাবধি হওয়াতে স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ে নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই জন্য সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়মাদি ও পতিপরায়ণত্ব অনুষ্ঠিত হইত। নিষ্কামভাবই আত্মার প্রকৃত বল।

“ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যদ্দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।” গার্গীর এই উপদেশ “যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং”—যাহার

দ্বারা অমৃত তত্ত্ব না পাইব, তাহা লইয়া কি করিব? উক্ত বেদ প্রেরণা ও উপদেশ হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে যেন মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, বাহ্য আড়ম্বরীয় বা অনুকরণীয় শিক্ষা তাহাদিধগর চিত্তে বিতৃষ্ণারূপ প্রবেশ করে ও অনাদর পূর্ব্বক গৃহীত হয়। যে উপদেশ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলজনক না হয়, যে উপদেশে ও অভ্যাসে আত্মার শান্তপ্রকৃতি উদ্দীপন করে না—সে উপদেশ ও অভ্যাস হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে স্থায়ী হয় না। যেরূপ স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ও অন্তর যেরূপ আধ্যাত্মিক সলিলে ধৌত হইতেছে, সেইরূপ উপদেশ না পাইলে কখনই গৃহীত হইবেক না।

বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর পরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির প্রাবল্য। ঈশ্বর পরায়ণত্ব ও আত্মবলের জন্য এদেশের মহিলাগণ পূর্ব্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন্ দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে? ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ।

ˊ্য জাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি

ঈশ্বর পরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্ব্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় সম, যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর, ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও। বিষয়ানন্দ, বাসনানন্দ ত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ কর। ধ্যানাৎ পরতরং নহি—ধ্যানের অপেক্ষা কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। ধ্যানই অন্তর যোগ। ধ্যানেতে শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, ও মালিন্যের বিনাশ, আত্মার উদ্দীপন ও ঈশ্বরের সহিত সংযোগ।

ভব-ভাবনা, ভেবনা, ভৌতিক ভাবনা,
ভাব ভাব ভাবাতীত, যিনি নাশেন ভাবনা।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY K K. CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PRESS.
55, AMHERST STREET, CALCUTTA.